দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়

বনাম

ভারতের ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা

(২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নম্বর ৯৪৮৮-৯৪৮৯) ডিসেম্বর ১৭,২০১৯

[আর. বানুমতী, এ. এস. বোপান্না এবং হৃষিকেশ রায়, বিচারপতিগণ]

বিলম্ব/লাচেস:

রিট পিটিশন -দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা-দিল্লি মেট্রো রেল প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণ করা জমির ব্যবহারের পরিবর্তনকে বিরোধিতা করা-বিলম্ব এবং লাচের ভিত্তিতে আর্জি খারিজ-৯১৬ দিন বিলম্বের পরে দায়ের করা লেটার্স পেটেন্ট আপিল-ডিভিশন বেঞ্চ বিলম্বকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করার কারণে আবেদনটি খারিজ করে দেয়-সুপ্রিম কোর্টে আপিল-স্থির হয়েছে ; মামলার তথ্যে, অত্যধিক বিলম্বের ব্যাখ্যাটি বিশ্বাসযোগ্য নয় কারণ এটি যুক্তিসঙ্গত নয়-বিপরীত পক্ষের অর্জিত অধিকার বিবেচনা করে, এই ধরনের বিলম্বের ক্ষমা জনস্বার্থের পরিপন্থী হবে-অতএব, রিট পিটিশন এবং এল. পি. এ বিলম্বের ভিত্তিতে সঠিকভাবে খারিজ করা হয়েছিল।

বিলম্বের ক্ষমা-এর জন্য মানদণ্ড-স্থির হয়েছে: বিলম্বের ক্ষমা করার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে-বিলম্বের ক্ষমা করার বিষয়টি সরকার বা সরকারী সংস্থার মতো পক্ষের মর্যাদার উপর নির্ভর করবে না-দীর্ঘ বিলম্বের ক্ষমা স্বয়ংক্রিয় হওয়া উচিত নয়-বিলম্বের ক্ষমা বিবেচনা করার সময়, নিয়মিত ব্যাখ্যা যথেষ্ট নয়, তবে এটি বিলম্বের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য 'পর্যাপ্ত কারণ' নির্দেশ করার প্রকৃতির হওয়া উচিত যা প্রতিটি মামলার পটভূমির উপর নির্ভর করবে।

আপিল খারিজ করে , আদালত

স্থির করে : ১. বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষেত্রে মোটামুটিভাবে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। বিলম্বকে ক্ষমা করার জন্য বিবেচনা সরকার বা সরকারী সংস্থাগুলির অবস্থানের উপর নির্ভর করবে না যাতে একটি ভিন্ন মাপকাঠি প্রয়োগ করা যায় তবে চূড়ান্ত বিবেচনাটি পক্ষগুলিকে সমানভাবে ন্যায়বিচার প্রদান করা উচিত। এমন পরিস্থিতিতেও দীর্ঘ বিলম্বের অনুমোদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে দেওয়া উচিত নয়,

কারণ এতে প্রতিপক্ষের অর্জিত অধিকার বা সৃষ্ট প্রতিকূল ফলাফলকেও বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। সেই পটভূমিতে বিলম্বের ক্ষমা বিবেচনা করার সময়, নিয়মিত ব্যাখ্যাটি যথেষ্ট হবে না তবে এটি প্রতিটি মামলার পটভূমির উপর নির্ভর করে ন্যায়বিচারের "পর্যাপ্ত কারণ" নির্দেশ করার প্রকৃতির হওয়া উচিত এবং "বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে আদালতগুলি" দ্বারা যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করতে হবে। [অনুচ্ছেদ ২০] [১২৭৪-এইচ; ১২৭৫-এসি]

২. এল. পি. এ ফাইল করার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক তথ্যের বিলম্ব ৯১৬ দিন এবং এইভাবে ক্ষমা করার বিষয়টি তখনই বিবেচনা করা যেতে পারে যখন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা থাকে এবং ক্ষমা করা যায় না কারণ আবেদনকারী কেবল একটি সরকারি সংস্থা। পুরো 'ব্যাখ্যাটি, আইনের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও অনুকরণের আইন সম্পর্কে উদাসীন নৈমিত্তিক পদ্ধতিকে চিত্রিত করে। যখন এত দীর্ঘ বিলম্ব হয় এবং কোনও সঠিক ব্যাখ্যা না থাকে, তখন হিসাবে লক্ষ্য করার সময় ল্যাচগুলিও কার্যকর হয়। একটি পক্ষ আপিল দায়ের করার আগে যে পদ্ধতিতে এগিয়ে গেছে। উপরন্তু, রিট পিটিশন টি নিজেই দায়ের করতে বিলম্ব এবং বাধা ছিল যা থেকে বর্তমান আপিলটি উত্থাপিত হয়েছিল, [অনুচ্ছেদ ২১] [১২৭৫-ই-এফ]

৩. ৯১৬ দিনের অতিরিক্ত বিলম্বের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাটি দ্বিগুণ, অর্থাৎ অবসর গ্রহণের কারণে এবং নতুন ভাইস-চ্যান্সেলরের পরবর্তী নিয়োগের কারণে ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুপলব্ধতা, এছাড়াও বিষয়টি কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের সামনে রাখা হয়েছিল এবং আপিল দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল এবং উক্ত প্রক্রিয়াটি বিলম্বের কারণ হয়েছিল। যেমনটি বলা হয়েছে, কারণগুলি খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না কারণ পরিস্থিতি আপিল প্রতিকার গ্রহণের জন্য ছিল এবং মূল কার্যধারার প্রয়োজন ছিল না যখন এটি আপিলকারীর পক্ষে ইতিমধ্যে দায়ের করা কার্যধারার কেবল ধারাবাহিকতা ছিল, যথাযথ আলোচনার পরে। উল্লেখযোগ্যভাবে, রিট পিটিশন দায়ের করার সময় ভাইস-চ্যান্সেলর যিনি বিষয়গুলির শীর্ষে ছিলেন, মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং ২৭.০৪.২০১৫-এ নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, প্রায় ছয় মাস ধরে একই অফিসে উপস্থিত ছিলেন, যা আপিল দায়ের করার জন্য ৩০ দিনের সীমাবদ্ধ সময়ের তুলনায় যথেষ্ট দীর্ঘ সময়কাল ছিল। সেই পরিস্থিতিতে যখন রিট পিটিশন টির বিরুদ্ধে মামলা করা উক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর উপলব্ধ ছিলেন, তখন আবেদনকারীর জমা দেওয়া যে অদৃশ্য হাত সম্ভবত আপিল দায়ের করতে বাধা দিয়েছে তাও গ্রহণ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, কেবল আপিল দায়ের করার বিষয় থাকলেও

নির্বাহী পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার যে কারণ দেখানো হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে, রিট পিটিশন রিট পিটিশন দায়ের করার জন্য অনুমোদিত একাডেমিক কাউন্সিল এবং এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের রেজোলিউশন নং ৫৬ এবং ১৭৩ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দায়ের করা হয়েছিল। যখন রিট পিটিশন টি এই ধরনের অনুমোদন এবং আপিলকারীর অবস্থানের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছিল, যেহেতু রিট আবেদনকারীকে সামনে রাখা হয়েছিল এবং রিট পিটিশন ব্যর্থ হয়েছিল, তখন স্বীকার করতে পারে না যে সমস্ত উপায় সহ আপিলকারী আপিল দায়ের করতে অক্ষম ছিল, তাও যখন একই ভাইস-চ্যান্সেলর রিট পিটিশন খারিজ হওয়ার পরে ছয় মাস ধরে উপলব্ধ ছিলেন। তাই উপস্থাপিত কারণগুলি যথেষ্ট কারণ গঠন করতে পারে না। [অনুচ্ছেদ ২২] [১২৭৫-এইচ; ১২৭৬-এ-ই]

৪. তা ছাড়া, নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন ২৮.০২.২০১৭/০৭.০৩.২০১৭-এ প্রাপ্ত হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত উক্ত তারিখ থেকে এক বছর পরে ০১.০৩.২০১৮-এ আপিল দায়ের করা হয়েছিল যা কেবল নৈমিত্তিক পদ্ধতির ইঙ্গিত দেয় যা এখন প্রতিটি পর্যায়ে বিলম্বের কোনও ব্যাখ্যা না থাকা সত্ত্বেও জনস্বার্থের আবেদনের মাধ্যমে কাটিয়ে উঠতে চাওয়া হয়েছে। এটি সত্য যে প্রতিটি দিনের বিলম্বকে এত নির্ভুলতার সাথে ব্যাখ্যা করার দরকার নেই তবে সত্যটি রয়ে গেছে যে একটি যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা খুব বেশি প্রয়োজনীয়।

৫. বর্তমান বিষয়ে ২০০৫ সালে জমিটি আবাসিক ব্যবহারে রূপান্তরিত করা হয় এবং ডি. এম. আর. সি-র পক্ষ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হয় এবং প্রকাশ্য নিলাম অনুষ্ঠিত হয়, যা আবেদনকারীকে প্রথমবার জাগিয়ে তোলা উচিত ছিল, কারণ জমিটি আবাসিক উন্নয়নে রূপান্তরিত করার বিষয়টি জনসমক্ষে ছিল, যদিও অনুমোদনের ভিত্তিতে ডি. ডি. এ-র অনুমোদনের পূর্ববর্তী প্রক্রিয়াটি অনুমোদনের পরেও তা কার্যকর ছিল বলে ধরে নেওয়া হয়। ডি. এম. আর. সি-র অনুরোধ অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া এবং আবেদনকারীকে জানা যায় না। [অনুচ্ছেদ ২৬] [১২৭৭-ই]

৬.২০০৫ সালে শুরু হওয়া কিছু পদক্ষেপের ক্ষেত্রে রিট পিটিশন টি বিলম্বিতভাবে দায়ের করা সত্ত্বেও এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন পাওয়ার পরে রিট পিটিশন টি দায়ের করা হলেও, নিষ্পত্তি হওয়ার পরে ৯১৬ দিনের জন্য ® রিট আপিল দায়ের করার কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নিঃ

এই ধরনের পরিস্থিতিতে, বিলম্ব এবং ল্যাচের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে উপেক্ষা করা যায় না। [অনুচ্ছেদ ২৭] [১২৭৭-জি-এইচ; ১২৭৮-এ]

৭. যদিও এই মর্মে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে যে, বিলম্বটি ক্ষমাযোগ্য হওয়া উচিত কারণ এতে জনস্বার্থ জড়িত,

তবে এ পর্যন্ত যেসব কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে, তার প্রকৃতি ইঙ্গিত করে যে বিষয়টি পূর্ববর্তী মামলাগুলিতে বিভিন্ন পর্যায়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। আর যদি আপিলকারী যে কারণে প্রতিপক্ষের পদক্ষেপকে বিরোধিতা করেছেন, তা মৌলিকভাবে বিবেচনা করা হয়, তবে তাদের উচিত ছিল আদালতের সামনে বিষয়টি আরও যত্নসহকারে ও সক্রিয়ভাবে পরিচালনা করা। [অনুচ্ছেদ ২৭] [১২৭৮-বি-সি]

৮. বিলম্ব এবং লাচের ক্ষেত্রে, সর্বজনস্বীকৃত অবস্থানটি হল বিপরীত পক্ষের অর্জিত অধিকারকে হালকাভাবে মোকাবিলা করা যায় না। সেই ক্ষেত্রে, উত্তরদাতা নং ১৩-এর যে কষ্ট হবে তা লক্ষ্য করার পরিবর্তে, যা লক্ষ্য করা দরকার তা হল ন্যানার যেখানে উত্তরদাতা নং ১১-ডি. এম. আর. সি এই বিষয়ে এগিয়ে গেছে। উত্তরদাতা নং ১১-ডি এম আর সি গণপরিবহন সরবরাহে নিযুক্ত এবং উক্ত উদ্দেশ্যে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সম্পত্তি উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদ তৈরির অনুমোদন দিয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে উন্নয়ন গ্রহণ করা হয়েছে। তদনুসারে, ২০০৮ সালে উত্তরদাতা 'নং ১১' উত্তরদাতা 'নং ১৩'-এর কাছ থেকে মোট ২১৮.২০ কোটি টাকা পেয়েছেন। উল্লিখিত পরিমাণটি যাতায়াতকারী জনসাধারণকে মেট্রো রেল পরিষেবা প্রদানকারী প্রকল্পগুলির জন্য ব্যবহার করা হয়। এই পরিস্থিতিতে, যদি এই পর্যায়ে অত্যধিক বিলম্বকে ক্ষমা করা হয়, যা আবেদনকারী 'ন্যাটার'-এ অগ্রসর হয়েছেন, তবে এটি জনস্বার্থের পরিপন্থীও হবে। [অনুচ্ছেদ ২৮] [১২৭৮-ডিএফ]

৯. অতএব, একক বিচারক কেবল এই রায় দেওয়ার ক্ষেত্রেই ন্যায়সঙ্গত ছিলেন না যে রিট পিটিশন টি বিলম্ব এবং লাচের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, তবে ৯১৬ দিনের বিলম্বের ভিত্তিতে এল. পি. এ খারিজ করার ক্ষেত্রে ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তও ন্যায়সঙ্গত এবং আদেশগুলি হস্তক্ষেপের আহ্বান জানায় না। [অনুচ্ছেদ ২৯] [১২৭৮-এফ. জি]

কালেক্টর, জমি অধিগ্রহণ, অনন্তনাগ এবং আরেকজন বনাম কাটিজি এবং অন্যান্যরা (১৯৮৭) ২ এস. সি. সি ১০৭: [১৯৮৭] ২ এস. সি. আর ৩৮৭; মিস দেহরি রোহতাস লাইট রেলওয়ে কোম্পানি লিড বনাম জেলা বোর্ড, ভোজপুর এবং অন্যান্যরা (১৯৯২) ২ এস. সি. সি ৫৯৮: [১৯৯২] ২ এস. সি. আর ১৫৫-অনুমান।

পোস্টমাস্টার জেনারেল এবং অন্যান্যরা বনাম লিভিং মিডিয়া ইন্ডিয়া লিমিটেড ও অন্যান্যরা (১৯৯২) ৩ এস. সি. সি ৫৬৩; আদিল সিং বনাম ভারতের ইউনিয়ন (২০১০) ১৭১ ডি. এল. টি ৭৪৮-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

(২০১০) ১৭১ ডি.এল.টি ৭৪৮	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ৬
[১৯৮৭] ২ এস.সি.আর ৩৮৭	পার্থক্য করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
[১৯৯২] ২ এস.সি.আর ১৫৫	পার্থক্য করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৮
(১৯৯২) ৩ এস.সি.সি ৫৬৩	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ২০

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার ; ২০১৯ সালের ৯৪৮৮-৯৪৮৯ নম্বর দেওয়ানি আপিল,

২০১৮ সালের এল. পি. এ নং ৮৯-এ ২০১৮ সালের সি. এম নং ৮৬৫৪-এ নয়াদিল্লিতে দিল্লি হাইকোর্টের ২৯.১০.২০১৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে।

তুষার মেহতা, এস. জি., এ. এন. এস. নাডকর্ণী, এ. এস. জি., মোহন পরাসরন, রামজী শ্রীনিবাসন, অমন সিনহা, শ্যাম দিওয়ান, গুরুকৃষ্ণ কুমার, আর. ভেঙ্কটরমণি, মিসেস মীনাক্ষী অরোরা, সিনিয়র অ্যাডভাস, মহিন্দর রুপাল, প্রসন্ন এস., অনুরাগ ওঝা, বিষ্ণু কুমার, শান্তনু সিং, প্রবেশ ঠাকুর, মিসেস নূপুর সিনহা, গৌতম শিবশঙ্কর তরুণ জোহরি, এস. এস. রিবেলা, মিসেস আকাঙ্ক্ষা কাউল, ডি. এল. চিদানন্দ, প্রবুধ সিং, অরবিন্দ কুমার শর্মা, রাজ বাহাদুর, মহেশ আগরওয়াল, অভিনব আগরওয়াল, অনিরুদ্ধ ভাটিয়া, রোহন তালওয়ার, ই. সি. আগরওয়ালা, মিসেস বিনু তাম্তা, প্রবীণ স্বর, স্মৃতিসৌধ সিং, অশোক ঠাকুরের জন্য উপস্থিত ছিলেন।

আদালতের রায়টি প্রদান করেছেন

এ. এস বোপান্না, বিচারপতি

১. আপিলের অনুমতি দেওয়া হয়েছে ।

২. এই আপিলগুলি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের আবেদনকারী তার রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে সাধারণ রায় এবং তারিখের ২৯.১০.২০১৮ আদেশকে বিরোধিতা করার জন্য পছন্দ করেছেন, যার মাধ্যমে দিল্লি হাইকোর্ট ২৭.০৪.২০১৫ তারিখের রায়কে বিরোধিতা করার জন্য আপিল দায়ের করতে ৯১৬ দিনের বিলম্বকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করেছে, যার অধীনে, বিজ্ঞ একক বিচারক দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়ের করা ডব্লিউ. পি. (সি) নং ২৭৪৩/২০১২ খারিজ করে দিয়েছিলেন।

৩. রিট পিটিশনে বিরোধিতা করা হয়েছিল, বিশেষভাবে, দিল্লি ডেভেলপমেন্ট অথরিটির (যাকে সংক্ষেপে 'ডিডিএ' বলা হয়) ১২.৫.২০১১ তারিখের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে, যেটি প্রতিপক্ষ নম্বর ১৩- এম/এস ইয়ং বিল্ডার্স (পি) লিমিটেডকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের জোন-সি-এর কন্ট্রোল জোনে কোনও উচ্চতার বিধিনিষেধ ছাড়া একটি উচ্চ-তলা বহু-তলা গোষ্ঠী আবাসন সমাজ নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিল।

নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (যাকে সংক্ষেপে 'ডিএমআরসি' বলা হয়) কর্তৃক লিজপ্রাপ্ত প্লটে, যেখানে মেট্রো স্টেশনের জন্য অধিগৃহীত মোট ৩ হেক্টর জমি থেকে ২ হেক্টর আলাদা করে একটি পৃথক একক হিসেবে বিভাজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

৪. বিরোধিতাের গুণাগুণ সম্পর্কে আপিলকারী-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান যুক্তিগুলি ছিল নিম্নরূপঃ

ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিটমহলে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মালিকানাধীন জমিতে একটি গ্রুপ হাউজিং সোসাইটি নির্মাণের জন্য ১৩ নং উত্তরদাতা (যথা, মিস ইয়ং বিল্ডারস প্রাইভেট লিমিটেড)-এর দ্বারা চাওয়া অনুমতি এমপিডি-২০২১-এর লঙ্ঘন এবং বৃহত্তর জনস্বার্থের বিরুদ্ধে, এই সত্যের পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রকল্পের স্থান এবং এর আশেপাশের এলাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর ক্যাম্পাসের মধ্যে রয়েছে এবং এতে উচ্চ শিক্ষা ও উন্নত শিক্ষার কেন্দ্র ছাড়াও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ভবন রয়েছে; এবং

খ) বিষয় জমির চরিত্রের পরিবর্তন আইনে অগ্রহণযোগ্য, যেহেতু মেট্রো রেল প্রকল্প নির্মাণের জন্য জনসাধারণের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা জমিটি হঠাৎ করে ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক ব্যবহারের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশনের (ডি. এম. আর. সি) অন্তর্ভুক্তির উদ্দেশ্য এবং সনদের বিপরীতে একটি গ্রুপ হাউজিং সোসাইটি নির্মাণের জন্য বেসরকারী বিল্ডারদের কাছে নিলাম করা হয়েছে।

সি) সংক্ষিপ্তভাবে দিল্লির মাস্টার প্ল্যান-২০২১ 'এমপিডি'-র অধীনে নির্ধারিত মেট্রো স্টেশনের জন্য কিছু উন্নয়নের উপর নিষেধাজ্ঞা) রিট আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত একটি বিতর্ক ছিল যা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলে উঁচু ভবন নির্মাণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। প্রস্তাবিত নির্মাণ স্থানের কাছাকাছি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন মহিলা হোস্টেলের অবস্থানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয়তা উদ্বেগ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশদ্বারে হাজার হাজার শিক্ষার্থী, শিক্ষকদের প্রবেশের বাধা ছিল রিট পিটিশন উত্থাপিত অন্য প্রধান যুক্তি।

৫. অন্যদিকে, ডিএমআরসি প্রকল্পটি উপস্থাপন করেছিল যে, বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রো স্টেশন নির্মাণের পর ২ হেক্টর জমি অতিরিক্ত ছিল এবং আবাসন প্রকল্পটি সরকারী নীতির অনুযায়ী

ডিএমআরসির জন্য রাজস্ব উৎপন্ন করার উদ্দেশ্যে ছিল। জমির ব্যবহার পরিবর্তনের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে করা আনুষ্ঠানিক আবেদন এবং আবাসিক ব্যবহারের জন্য জমি রূপান্তরের অনুমোদনও ডিএমআরসি দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছিল।

৬. ঝোঁকযুক্ত একক বিচারক পুরো ক্রমটি লক্ষ্য করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিট পিটিশন টি বিলম্ব এবং লাচের ভিত্তিতে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন। তবে আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে ডিডিএ মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের মাস্টার এবং আবাসন প্রকল্পের জন্য বিভিন্ন বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নেওয়া হয়েছে। এটিও লক্ষ্য করা গেছে যে আদিল সিং বনাম ভারতের ইউনিয়ন (২০১০) ১৭১ ডিএলটি ৭৪৮ মামলায় দিল্লি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে জমি ব্যবহারের পরিবর্তন "পাবলিক" থেকে "আবাসিক" হিসাবে অনুমোদিত। রিট আদালতের মতে, যেহেতু এটি সরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত একটি নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল এবং যেহেতু আপিলকারী-বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনও অবৈধতা, অযোগ্যতা, দুর্বোধ্যতা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই নীতিগত সিদ্ধান্তে আদালতের হস্তক্ষেপ ন্যায়সঙ্গত হবে না।

৭. আবেদনকারীর ক্ষেত্রে রিট পিটিশন খারিজ হওয়ার পরে এবং বিষয় জমির ভবিষ্যতের ব্যবহার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ পদক্ষেপের সুপারিশ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। ১১.১১.২০১৬-এ উপস্থাপিত কমিটির প্রতিবেদনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের সামনে রাখা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনটি যথাযথ বিবেচনা করার পরে এবং মনোনীত একক বিচারকের রায় দেওয়ার পরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী কাউন্সিল তাদের তারিখের ২৮.০২.২০১৭/০৭.০৩.২০১৭ রেজোলিউশনের মাধ্যমে হাইকোর্টের অভ্যন্তরে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৮. উপরোক্ত আলোচনা চলাকালীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬-এর অধীনে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রো স্টেশন এলাকায় প্রবেশাধিকারের বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রো স্টেশনের দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকায় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে একটি প্রতিবেদনও পেয়েছিল। এই এবং অন্যান্য অনুমানের সাথে, ৯১৬ দিন বিলম্বের পরে এল. পি. এ -এ আপিল দায়ের করা হয়েছিল, আপিল দায়ের করতে বিলম্বের ক্ষমা করার জন্য সহ।

৯. আপিল করতে ৯১৬ দিন বিলম্বের কারণ ছিল আবেদনে বিলম্ব ক্ষমা এবং নিম্নলিখিত প্রভাবের জন্য উক্ত আবেদনের উত্তরের প্রতিক্রিয়া চেয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে;

(i) কার্যনির্বাহী পরিষদ আহ্বান না করা এবং ভাইস-চ্যান্সেলরের অনুপলব্ধতার কারণে বিলম্ব। বর্তমান এল. পি. এ-র মামলাটি আবেদনকারীর পছন্দ করা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অন্যান্য নিয়মিত মামলা থেকে আলাদা। এটিই একমাত্র মামলা যেখানে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের অনুমোদন নেওয়ার প্রয়োজন ছিল এবং এই ধরনের অনুমোদনের আগে, বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে কার্যনির্বাহী কাউন্সিলকে মূল্যায়ন করার জন্য বিভিন্ন আলোচনা করা হয়েছিল। একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হওয়ায়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি মেনে চলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাবিত বিভাগগুলির সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন এবং তাই, এই বিষয়ে চূড়ান্ত বক্তব্য কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের উপর নির্ভর করে যা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯২২-এর ধারা ২১-এর অধীনে গঠিত। কাউন্সিলের মধ্যে রয়েছে প্রবীণতম ডিন, শিক্ষকদের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি, পরিদর্শকের মনোনীত, রেজিস্ট্রার এবং ভাইস-চ্যান্সেলর।

(ii) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্বকারী বিশিষ্ট একক বিচারপতির রায় অনেক দেরিতে পাঠানো হয়েছিল এবং তারপরে বিষয়টি পরীক্ষা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের লিগ্যাল সেলের সামনে রাখা হয়েছিল। প্রচুর পরিমাণে কাগজ বইটি দেখার পরে, এটি মতামত দেওয়া হয়েছিল যে বিষয়টি বিবেচনার জন্য ভাইস-চ্যান্সেলরের কাছে পাঠানো হবে এবং সেই অনুসারে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে সিদ্ধান্ত নেওয়া সমস্ত বিষয় এবং এর অর্থ বিবেচনা করে বিষয়টি সামগ্রিকভাবে মোকাবিলা করা দরকার। বিষয়টি বিবেচনার জন্য বিবেচনা করা যায়নি কারণ ভাইস-চ্যান্সেলরের পদটি শূন্য হয়ে পড়েছিল ২৮.১০.২০১৫ তারিখ থেকে এবং নতুন ভাইস-চ্যান্সেলর দায়িত্ব গ্রহণের পরে এবং বিষয়গুলির পর্যালোচনা করার পরেই বিবেচনা করা যেতে পারে। ২৮.১০.২০১৫ তারিখে, নতুন ভাইস-চ্যান্সেলর অফিসে যোগ দেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিনিধিত্বকারী প্রবীণ অনুষদ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। পাঁচ সদস্যের কমিটির রেফারেন্সের শর্তাবলী ছিল, ডি. এম. আর. সি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়ের করা রিট পিটিশন খারিজ করার আলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে পদক্ষেপের সুপারিশ করা।

(iii) ১১.১১.২০১৬ তারিখে, উপরোক্ত গঠিত কমিটি পাঁচ সদস্যের কমিটির প্রতিবেদনের উপর তার নথি প্রদান করে, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেয় যে বর্তমান মামলার বিষয়টিকে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদে পাঠানো হবে। ২৮.০২.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ৭.৩. ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আবার আলোচনা করা হয়, যেখানে কাউন্সিলের সদস্যরা একই বিষয়ে একাডেমিক কাউন্সিল এবং কার্যনির্বাহী কাউন্সিল উভয়েরই পূর্ববর্তী আলোচনা ও সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন এবং পর্যাপ্ত প্রস্তুতির পরে ২৭. ৪. ২০১৫ তারিখে নিযুক্ত একক বিচারকের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার জন্য সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

(iv) এদিকে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রবেশদ্বারে বেসরকারী নির্মাতার প্রস্তাবিত প্রকল্পের আলোকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরা জোরালোভাবে সংরক্ষণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলির কাছ থেকে এই জাতীয় উপস্থাপনাগুলি প্রাপ্ত হয়েছিল যা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিবেচনা করতে হয়েছিল এবং তাই বিবেচনার জন্য সমান সুযোগ সেলে পাঠানো হয়েছিল। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমান সুযোগ সেল, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার আইন, ২০১৬-এর নতুন আইনের আলোকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং অন্যান্যদের কল্যাণের দেখাশোনা করে, সম্ভাব্য ফলাফল বিশ্লেষণ করে। বিস্তারিত আলোচনার পর, ইকুয়াল অপারচুনিটি সেল '২৮.০৪.২০১৭'-এর উপর তার প্রতিবেদন জমা দেয় যা তাদের বিবেচনার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়, এই প্রতিবেদনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে বিবেচনা করা হয় যার মধ্যে রয়েছে ডিন, ছাত্র কল্যাণ দফতর, আইন বিষয়ক বিভাগ, প্রক্টরের কার্যালয়, প্রকৌশল বিভাগ এবং পরিবেশ অধ্যয়ন বিভাগ। এই সংস্থাগুলির মধ্যে আলোচনা ও আলোচনা করা এবং তাদের ইনপুট বিবেচনা করা আরও সময় জড়িত এবং এতে বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ এবং অংশীদারদের সাথে সমন্বয় ও কথোপকথন জড়িত ছিল। এটি সমস্ত প্রক্রিয়া আরও পাঁচ থেকে ছয় মাস সময় নিয়েছিল,

যার পর দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় একটি সুপরিণত মতামত তৈরি করতে সক্ষম হয়। সুতরাং, প্রতিনিধিত্বগুলি এবং সমতা সুযোগ সেলের প্রতিবেদনটি দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা ২০১৭ সালের শেষে প্রায় চূড়ান্তভাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

(v) ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে ছাত্র মার্গে যে দুর্ঘটনাগুলি ঘটেছিল তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের কার্যালয়ের তারিখ ০৫.০২.২০১৮-এর একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করার প্রয়োজন হয়েছিল যেখানে প্রক্টর এই অঞ্চলকে দুর্ঘটনাপ্রবণ হিসাবে ঘোষণা করার সুপারিশ করেছিলেন। উভয় প্রতিবেদন-একটি সমান সুযোগ সেল এবং অন্যটি প্রক্টরের কার্যালয় দ্বারা-সংশ্লিষ্ট কাউন্সেলের কাছে পাঠানো হয়েছিল যিনি আপিল স্মারকলিপি প্রস্তুতির জন্য সংক্ষিপ্ত বিবরণ ধারণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে আইনি মতামত চাওয়া হয়েছিল এবং খসড়া আপিল এবং আর্জি প্রস্তুত করা হয়েছিল যা পরে প্রবীণ আইনজীবী দ্বারা যাচাই করা হয়েছিল এবং নিষ্পত্তি করা হয়েছিল।

এরপরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তরে চূড়ান্ত আপিলটি আবার বিবেচনা করা হয়েছিল, যার জন্য কিছু সময় লেগেছিল। ০১.০৩.২০১৮-এ, এল. পি. এ দিল্লি হাইকোর্টে দায়ের করা হয়েছিল।

১০. বিলম্বিত ফাইলিংয়ের জন্য উপরোক্ত ব্যাখ্যাটি অবশ্য গৃহীত হয়নি এবং ২৯.১০.২০১৮-এ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ আপিলের যোগ্যতা বিবেচনা না করে বিলম্বের ভিত্তিতে এল. পি. এ খারিজ করে দেয়। সুতরাং, আপীলকারী-বিশ্ববিদ্যালয় এই আপিলটি দায়ের করেছে।

১১. আবেদনকারীর বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ কৌঁসুলি শ্রী মোহন পারাসরন বলেন যে, যোগ্যতার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্থাপিত যথেষ্ট যুক্তি বিবেচনা না করে রিট পিটিশন এবং এল. পি. এ-র প্রত্যাখ্যানের প্রভাব সরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য গুরুতর ক্ষতির কারণ হবে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথ অধ্যবসায়ের সাথে বিষয়টি অনুসরণ করে চলেছে তবে সমস্ত অংশীদারদের সাথে পরামর্শের পরে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল এবং তাই, এল. পি. এ-কে পছন্দ করতে বিলম্বকে কোনও নিষ্ক্রিয়তার জন্য দায়ী করা উচিত নয়, অনেক কম ইচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তার জন্য। শ্রী পরাসরন অনুসারে আদালতের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত যোগ্যতার ভিত্তিতে বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত নিয়ে পক্ষগুলির প্রতি যথেষ্ট ন্যায়বিচার করা কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে, বিজ্ঞ একক বিচারক বা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কেউই আবেদনকারী-বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা উত্থাপিত যুক্তির যোগ্যতা বিবেচনা করেননি। শ্রী পরাসরন যুক্তি দেখান যে "পর্যাপ্ত কারণ" অভিব্যক্তিটি

আদালতকে সীমাবদ্ধতার আইনকে অর্থপূর্ণভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম করার জন্য যথেষ্ট স্থিতিস্থাপক পদ্ধতিতে ।

তিনি আরও অনুমান করেন যে যেহেতু নির্মাতারা এখনও তাদের নির্মাণ শুরু করেননি, তাই এল. পি. এ ফাইল করতে বিলম্বের ফলে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিতর্ক বিবেচনা করা উচিত ছিল না, কারণ বর্তমান বিষয়ে প্রধান জনস্বার্থের বিষয়গুলি উত্থাপিত হয়েছে। বিজ্ঞ প্রবীণ কৌঁসুলি যুক্তি দেন যে জনস্বার্থকে প্রভাবিত করে এমন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি প্রযুক্তিগত আপত্তির দ্বারা পরাজিত করা যায় না, যেহেতু নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত স্থানটি মূলত প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মালিকানাধীন ছিল এবং জমিটি জনসাধারণের উদ্দেশ্যে সরকারী ব্যয়ে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু এখন এটি একটি লাভজনক উদ্দেশ্যে কোনও বেসরকারী বিল্ডারকে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। এই যুক্তিতর্কগুলি প্রবীণ আইনজীবী শ্রী আর ভেঙ্কটরামানি এবং শ্রী রামজি শ্রীনিবাসন দ্বারাও সম্পূরক করা হয়।

১২ . আবেদনকারী/হস্তক্ষেপকারীদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রবীণ আইনজীবী মীনাক্ষী অরোরা জমা দিয়েছেন যে ছয়টি বালিকা হোস্টেল প্রকল্পস্থলের কাছাকাছি অবস্থিত এবং যদি উঁচু অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় তবে হোস্টেলের বাসিন্দাদের গোপনীয়তার সাথে আপস করা হবে। শ্রীমতি অরোরা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে কোনও উঁচু ভবন নির্মাণ না করা এবং একটি ছিটমহল হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করার জন্য ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত জানিয়ে ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিবের দিল্লির প্রধান কমিশনারকে সম্বোধন করা চিঠির কথাও উল্লেখ করেছেন। প্রবীণ কৌঁসুলি তখন নগর উন্নয়ন মন্ত্রক কর্তৃক অনুমোদিত ডিডিএ-র জোন-সি (দেওয়ানী লাইন জোন)-এর জন্য আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করে উল্লেখ করেন যে কর্তৃপক্ষ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের মধ্যে ঔপনিবেশিক যুগের বেশ কয়েকটি পুরানো ঐতিহাসিক ভবনের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়কে লম্বা ভবনগুলির উপর বিধিনিষেধ সহ একটি সমন্বিত 'ক্যাম্পাসে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করা উচিত।

১৩. শ্রী শ্যাম দিওয়ান, উত্তরদাতা নং ১৩- এম/এস ইয়ং বিল্ডারস-এর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শুরুতে যুক্তি দেখান যে যদিও আপিলকারীর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী মামলার যোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন, এই অবস্থানের কথা মাথায় রেখে যে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বিলম্ব এবং লাচের ভিত্তিতে এলপিএ খারিজ করেছে, তবে বিষয়টির সেই দিকটি দ্বারপ্রান্তে বিবেচনার প্রয়োজন হবে। তিনি জোর দিয়ে বলবেন যে ৯১৬ দিনের বিলম্ব হল আড়াই বছরেরও বেশি সময়ের একটি অত্যধিক বিলম্ব এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে "পর্যাপ্ত কারণ"-এর জন্য স্বাভাবিক পরীক্ষাটি প্রয়োগ করার নীতিটি উত্থাপিত হবে না কারণ এটি কেবল ক্ষমার প্রয়োজনীয় দিনের সংখ্যা নয়, রিট পিটিশন এবং এল. পি. এ দায়ের করার ক্ষেত্রেও সমান। কেবল যুক্তি এই যে আবেদনকারীর দ্বারা শুরু করা কার্যধারা জনস্বার্থে মামলাটি এগিয়ে নিয়ে যাবে না কারণ বিজ্ঞ একক বিচারক

এই সমস্ত দিকগুলি উল্লেখ করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, আবেদনটিতে কোনও যোগ্যতা না থাকার পাশাপাশি কোনও বাধা রয়েছে এবং এই পরিস্থিতিতে যখন এল. পি. এ আবারও ৯১৬ দিন বিলম্বিত হয়েছিল তখন ডিভিশন বেঞ্চ তার উপসংহারে ন্যায়সঙ্গত ছিল। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে ৯১৬ দিনের উক্ত বিলম্ব ৩০ দিনের সময়ের বিপরীতে যা এল. পি. এ ফাইল করার জন্য আইনে অনুমোদিত। এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে যখন এলাকাটি আবাসিক এলাকায় রূপান্তরিত করা হয়েছিল তখন ২৩.০৯.২০০৫-এ কোনও পদক্ষেপের কারণ বিবেচনা করা উচিত, কিন্তু রিট পিটিশন টি শুধুমাত্র ০৭.০৫.২০১২-এ দায়ের করা হয়েছিল এবং রিট পিটিশন টি ২৭.০৪.২০১৫-এ নিষ্পত্তি হওয়া সত্ত্বেও ৯১৬ দিন বিলম্বের পরে কেবল ০১.০৩.২০১৮-এ এল. পি. এ দায়ের করা হয়েছিল। ভাইস-চ্যান্সেলরের কার্যালয় খালি থাকায় এল. পি. এ ফাইল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়নি বলে নির্ধারিত কারণটিও গ্রহণ করা যায় না কারণ এই শূন্যপদটি কেবল ২৮.১০.২০১৫-এ উদ্ভূত হয়েছিল যখন রিট পিটিশন টি ইতিমধ্যে ২৭.০৪.২০১৫-এ নিষ্পত্তি করা হয়েছিল এবং এল. পি. এ ফাইল করার জন্য পর্যাপ্ত সময় ছিল যদি তাদের তা করার ইচ্ছা ছিল। এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যে বিপুল সংখ্যক মামলা দায়ের করা হয়েছিল, সেই বিষয়েও প্রবীণ কৌঁসুলি আরও উল্লেখ করেন। বিলম্বের বিষয়টি বিবেচনা করার সময় বিপরীত পক্ষের প্রতি যে কুসংস্কার সৃষ্টি হতে পারে তাও বিবেচনা করার একটি দিক। যদি সেই পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখা হয়, তা হলে তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে ৩ নং উত্তরদাতার পক্ষে প্রস্তাবের অনুরোধটি ২৩.০৬.২০০৮-এ অবহিত করা হয়েছিল এবং ১৩.০৮.২০০৮-এ গ্রহণযোগ্যতার চিঠি জারি করা হয়েছিল এবং ৯০ বছরের জন্য ইজারাটি ইতিমধ্যে ১১ বছর পেরিয়ে গেছে এবং এই ধরনের বিলম্বিত কার্যধারার কারণে প্রকল্পটি পক্ষপাতদুষ্টভাবে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। উত্তরদাতা নং ১৩ ডি. এম. আর. সি-কে প্রদত্ত ইজারা এবং যথাযথ অনুমোদন পাওয়ার জন্য ইতিমধ্যে ২৩৩ কোটি টাকা ব্যয় করেছে, এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে উত্তরদাতা নং ১৩ কে পূর্ববর্তী মামলা মোকদ্দমার মুখোমুখি হতে হয়েছিল যা শিক্ষিত একক বিচারক দ্বারা নোট করা হয়েছে এবং উত্তরদাতাকে এই ধরনের পুনরাবৃত্ত মামলা মোকদ্দমার সম্মুখীন করা যাবে না।

১৪. উত্তরদাতা নং ১১ -ডি এম আর সি -এর পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট সলিসিটর জেনারেল শ্রী তুষার মেহতা যুক্তি দেখান যে, ভারত সরকারের নীতি হিসাবে নগর উন্নয়ন মন্ত্রক সম্পত্তি উন্নয়নের মাধ্যমে ডি. এম. আর. সি-কে নিজস্ব সম্পদ উৎপাদনের অনুমতি দিয়েছে এবং সেই অনুযায়ী সরকার কর্তৃক হস্তান্তরিত জমিতে 'রপার্টি ডেভেলপমেন্ট' চালানোর অনুমতি দিয়েছে. এমন একটি ঘটনা যখন ডি. এম. আর. সি কেবলমাত্র তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য বেশ কয়েকটি প্রকল্পেও এই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে, এই পর্যায়ে যে কোনও হস্তক্ষেপ বিশেষত যখন বর্তমান প্রকৃতির বিলম্বিত বিরোধিতা রয়েছে, তখন এটি গৃহীত প্রকল্পগুলির উপর গুরুতর প্রভাব ফেলবে। এটি জমা দেওয়া হয়েছিল যে পদ্ধতিতে প্রভাবিত কিছু পরিবর্তনের কারণে

যে মেট্রো রেল প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল সেখানে কিছু অতিরিক্ত জমি ছিল যা প্রকল্পের জন্য সম্পদ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই ক্ষেত্রে যখন উত্তরদাতার সাথে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক থাকে তখন যদি এই পর্যায়ে অনেক বিলম্বিত আর্জিটি গ্রহণ করা হয়, তবে একটি বড় আর্থিক প্রভাব পড়বে যা সরকারী কোষাগারেরও ক্ষতি হবে এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রে বিলম্বকে ক্ষমা না করে জনস্বার্থ আরও ভালভাবে পরিবেশন করা হবে। উপরন্তু, এটি কেবল এল. পি. এ ফাইল করতে বিলম্বের ঘটনা নয়, এটি একটি গুরুতর মামলা। বিশিষ্ট একক বিচারক এটাও লক্ষ্য করেছেন যে রিট পিটিশন টি নিজেই ৭-৮ বছর পরে দায়ের করা হয়েছিল এবং এই জাতীয় ক্ষেত্রে যদি রিটের এখতিয়ারে গৃহীত বিবেচনার আদেশগুলি এই আদালতের সীমিত এখতিয়ারে হস্তক্ষেপ করা হয় তবে এটি একটি খারাপ নজির স্থাপন করবে।

১৫. শ্রী এ. এন. এস. নন্দকামি, বিজ্ঞ অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল, বিলম্ব এবং লাচের দিকটিও উল্লেখ করবেন এবং অভিযুক্ত সলিসিটর জেনারেলের যুক্তির পরিপূরক হবেন। তিনি আরও যুক্তি দেখাবেন যে, যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল তার মালিক হওয়ার কারণে ভারত ইউনিয়নের এই প্রকল্পের জন্য কোনও আপত্তি নেই এবং এই ক্ষেত্রে আপিলকারীর অনুরোধে হস্তক্ষেপ করা ন্যায়সঙ্গত হবে না। মিসেস বিনু তামতা, অভিযুক্তদের উত্থাপিত যুক্তির সমর্থনে জমা দেওয়া ছদ্মবেশী আইনজীবী।

১৬. প্রবীণ আইনজীবী শ্রী মোহন পারাসরন এই যুক্তির উত্তরে বিলম্বের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত উত্থাপিত যুক্তিগুলি পুনর্ব্যক্ত করবেন এবং যুক্তি দেখাবেন যে, রিট পিটিশন টি লাচের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে অভিযুক্ত একক বিচারকের উপসংহারটি ভুল কারণ ১৩ নং উত্তরদাতা নিজেই ২০.০১.২০০৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এফএআর-এর সীমা সম্পর্কিত কিছু বিরোধ উত্থাপন করে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন এবং উত্তরদাতার এই ধরনের বিরোধিতা ১৮.০৫.২০১১-এ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং এনওসি ইত্যাদি পরবর্তীকালে প্রাপ্ত হয়েছিল, যার পরে ২০১২ সালে আপিলকারী দ্বারা রিট পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল। অতএব বিলম্বের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে এবং এটি অবহেলার মামলা নয়। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে ডি. এম. আর. সি-র এই অবস্থান যে এটি আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়বে তা এই মুহূর্তে গ্রহণ করা যাবে না কারণ তারা সুদ দিতে দায়বদ্ধ হবে কি না এই প্রশ্নটি যথাযথ কার্যধারায় বিবেচনা করতে হবে। অতএব, তিনি যুক্তি দেখান যে হাইকোর্টের বিলম্বকে ক্ষমা করা উচিত ছিল এবং বিষয়টি তার যোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করা উচিত ছিল।

১৭. যদিও আমরা পক্ষগুলোর বক্তব্য এবং দাবি-দাওয়া, সহিত বিষয়টির মেধা সম্পর্কিত দাবি-দাওয়াগুলি ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছি, তবে এটি কেবল পূর্ণতা প্রদানের জন্য এবং বিলম্ব ও ল্যাচেস সম্পর্কিত বিষয়টি

বিবেচনার আগে বিষয়টি সঠিকভাবে উপস্থাপন করার উদ্দেশ্যে। তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ৯১৬ দিনের বিলম্বের ভিত্তিতে এল. পি. এ খারিজ করে দিয়েছে বলে বিবেচনা করে, বিষয়টির সেই দিকটি শুরুতে বিবেচনার প্রয়োজন হবে এবং সেই পটভূমিতে জনস্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য যোগ্যতার উপর তথ্যগুলি সীমিত পরিমাণে উল্লেখ করা হবে। এই আদালতে আবেদনকারীকে বোঝানোর জন্য বিজ্ঞ সিনিয়র "আউন্সেল"। বিলম্বের ক্ষমা করার জন্য "পর্যাপ্ত কারণ" বিবেচনা সম্পর্কিত নীতি এবং যে কারণগুলি মাথায় রাখা প্রয়োজন সেগুলি, কালেক্টর, ভূমি অধিগ্রহণ, অনন্তনাগ এবং আরেকজন বনাম কাটিজি ও অন্যান্যরা ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছে।, ১৯৮৭ (২) এস. সি. সি ১০৭ যেখানে এটি নিম্নরূপ স্থির করা হয়েছেঃ

আইনসভা ১৯৬৩ সালের ভারতীয় সীমা আইনের ধারা ৫ (১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির একাদশ আদেশের বিধানের অধীনে আবেদন ব্যতীত অন্য কোনও আবেদন বা আবেদন) কার্যকর করে বিলম্বকে ক্ষমা করার ক্ষমতা প্রদান করেছে, যদি আবেদনকারী বা আবেদনকারী আদালতকে সন্তুষ্ট করে যে সেই সময়ের মধ্যে আপিল বা আবেদন না করার জন্য তার যথেষ্ট কারণ ছিল) যাতে আদালতগুলি যোগ্যতার ভিত্তিতে বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করে পক্ষগুলিকে যথেষ্ট ন্যায়বিচার করতে সক্ষম হয়। আইনসভা দ্বারা নিযুক্ত "পর্যাপ্ত কারণ" অভিব্যক্তিটি পর্যাপ্তভাবে স্থিতিস্থাপক যাতে আদালতগুলি আইনটিকে অর্থপূর্ণ পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয় যা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে-যেটি আদালত প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বের জীবন-উদ্দেশ্য। এটি সাধারণ জ্ঞান যে এই আদালত এই আদালতে প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলিতে ন্যায়সঙ্গতভাবে উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে আসছে। তবে বার্তাটি শ্রেণিবিন্যাসের অন্যান্য সমস্ত আদালতে ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে হয় না। এবং এই ধরনের উদার দৃষ্টিভঙ্গি নীতিগতভাবে গৃহীত হয় কারণ এটি উপলব্ধি করা হয় যেঃ

১. সাধারণত কোনও মামলাকারী দেরিতে আপিল দায়ের করে উপকৃত হন না।

২. বিলম্বকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করার ফলে একটি প্রশংসনীয় বিষয় একেবারে দ্বারপ্রান্তে ফেলে দেওয়া যেতে পারে এবং ন্যায়বিচারের কারণ পরাজিত হতে পারে। এর বিপরীতে যখন বিলম্বকে ক্ষমা করা হয় তখন সবচেয়ে বেশি যা ঘটতে পারে তা হল পক্ষগুলির কথা শোনার পরে যোগ্যতার ভিত্তিতে একটি কারণ নির্ধারণ করা হবে।

৩. "প্রতিটি দিনের বিলম্ব অবশ্যই ব্যাখ্যা করা উচিত" এর অর্থ এই নয় যে একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। কেন প্রতি ঘন্টার বিলম্ব, প্রতি সেকেন্ডের বিলম্ব নয়? মতবাদটি অবশ্যই

যুক্তিসঙ্গত সাধারণ জ্ঞানের ব্যবহারিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা হবে।

৪. যখন যথেষ্ট ন্যায়বিচার এবং প্রযুক্তিগত বিবেচনাগুলি একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়, তখন যথেষ্ট ন্যায়বিচারের কারণটি অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য কারণ অন্য পক্ষ অ-ইচ্ছাকৃত বিলম্বের কারণে করা অবিচারের ক্ষেত্রে নিহিত অধিকার দাবি করতে পারে না।

৫. এমন কোনও অনুমান নেই যে বিলম্ব ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে, বা দোষী অবহেলার কারণে, বা দুর্বোধ্যতার কারণে। একজন মামলাকারী বিলম্বের আশ্রয় নেওয়ার দ্বারা উপকৃত হয় না। আসলে সে একটি গুরুতর ঝুঁকি চালায়।

৬. এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে বিচার বিভাগকে সম্মান করা হয় প্রযুক্তিগত ভিত্তিতে অবিচারকে বৈধ করার ক্ষমতার কারণে নয়, বরং কারণ এটি অবিচার অপসারণে সক্ষম এবং তা করা প্রত্যাশিত।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে একটি ন্যায়পরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে বিলম্ব ক্ষমাযোগ্যতার জন্য যথেষ্ট কারণ ছিল। এটি যে "রাষ্ট্র" বিলম্ব ক্ষমাযোগ্যতার আবেদন করেছিল, তা যে কোনও ব্যক্তিগত পক্ষের চেয়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ছিল। আইন перед সমানত্বের মূলনীতি দাবি করে যে সমস্ত মামলাকারীদের, রাষ্ট্র সহ, সমান আচরণ করা উচিত এবং আইন সবার জন্য সমানভাবে প্রয়োগ করা উচিত। রাষ্ট্র যদি বিলম্ব ক্ষমাযোগ্যতার জন্য আবেদন করে, তবে তাকে কোন তিক্ত আচরণ করা উচিত নয়। আসলে, অভিজ্ঞতা দেখায় যে, অ-ব্যক্তিগত যন্ত্রপাতির কারণে (যেহেতু মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি সরাসরি সেই রায় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত হয় না) এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রশাসনিক পদ্ধতিগত কর্মধারা, যেখানে নোট তৈরি, ফাইল ঠেলা এবং দায়িত্ব পরিহার করার সংস্কৃতি বিদ্যমান, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বিলম্ব বোঝা কম কঠিন হলেও তা অনুমোদন করা আরও কঠিন। যাই হোক, রাষ্ট্র যেহেতু জনগণের যৌথ স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে, তাই তাকে একজন মামলা-প্রতিবাদী হিসেবে অগ্রহণযোগ্য অবস্থায় রাখা উচিত নয়। সুতরাং, আদালতগুলিকে "যথেষ্ট কারণ" এর ব্যাখ্যা করার সময় উক্ত বিধির আত্মা ও দার্শনিকতার সাথে অবহিত হতে হবে। তেমনি, এই নীতিটি প্রতিটি মামলার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত, উদ্দেশ্য হল ন্যায়পরায়ণভাবে সিদ্ধান্ত দেওয়া, মেধা এর উপর ভিত্তি করে, এবং এমন কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ না করা যা মেধা ভিত্তিক সিদ্ধান্তকে বাধাগ্রস্ত করে। এখন, বর্তমান আপিলের বিষয়বস্তু থেকে উদ্ভূত বাস্তবতার দিকে ফিরে তাকালে, আমরা সন্তুষ্ট যে বিলম্বের জন্য যথেষ্ট কারণ রয়েছে।

অতএব, উচ্চ আদালতের আদেশ যা আপিলটি সময়সীমা অতিক্রম হওয়ায় খারিজ করেছিল, সেটি বাতিল করা হলো। বিলম্ব ক্ষমাযোগ্য করা হলো। এবং বিষয়টি উচ্চ আদালতে ফের পাঠানো হলো। উচ্চ আদালত এখন উভয় পক্ষকে যথাযথ শুনানির সুযোগ প্রদান করে আপিলটি merits-এর ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করবে।

১৮. এম/এস দেহরি রোহতাস লাইটের ক্ষেত্রে আরও সিদ্ধান্ত রেলওয়ে কোম্পানি লিমিটেড বনাম জেলা বোর্ড, ভোজপুর ও অন্যান্যরা (১৯৯২) ২ এসসিসি ৫৯৮-এর উপর নির্ভর করা হয়েছে, যেখানে এই আদালত বিলম্ব নির্ধারণের জন্য আসল পরীক্ষাটি নির্দেশ করেছে যে আবেদনকারীকে সমান্তরাল অধিকার তৈরি করার আগে আদালতে আসা উচিত এবং সময়ের অবসান কোনও বাধা বা অবহেলার জন্য দায়ী নয়।

১৯। অন্যদিকে, উত্তরদাতা নং ১৩-এর বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী পোস্টমাস্টার জেনারেল এবং অন্যরা বনাম লিভিং মিডিয়া ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং আরেকজন ১৯৯২ (৩) এস. সি. সি ৫৬৩-এর ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করেছেন, যেখানে এটি নিম্নরূপঃ

২৮. যদিও আমরা এই বিষয়ে সচেতন যে, বিলম্বের ক্ষেত্রে যখন কোনও গুরুতর অবহেলা বা ইচ্ছাকৃত নিষ্ক্রিয়তা বা সততার অভাব ছিল না, তখন যথেষ্ট ন্যায়বিচারের অগ্রগতির জন্য একটি উদার ছাড় গ্রহণ করতে হবে, আমরা মনে করি যে তথ্য ও পরিস্থিতিতে বিভাগটি আগের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সুযোগ নিতে পারে না। নৈর্ব্যক্তিক যন্ত্রপাতি এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একাধিক নোট তৈরির আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির কারণে দাবিটি আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং উপলব্ধ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রহণ করা যায় না। সীমাবদ্ধতার আইন নিঃসন্দেহে সরকার সহ প্রত্যেককে আবদ্ধ করে।

২৯. আমাদের দৃষ্টিতে, সমস্ত সরকারি সংস্থা, তাদের সংস্থা এবং উপকরণগুলিকে অবহিত করার এটাই সঠিক সময় যে, বিলম্বের জন্য যদি তাদের কাছে যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা না থাকে এবং সৎ প্রচেষ্টা না থাকে, তবে স্বাভাবিক ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করার দরকার নেই যে প্রক্রিয়াটিতে যথেষ্ট পরিমাণে পদ্ধতিগত লাল ফিতার কারণে ফাইলটি কয়েক মাস/বছর ধরে মুলতুবি রাখা হয়েছিল। সরকারী বিভাগগুলি একটি বিশেষ বাধ্যবাধকতার অধীনে রয়েছে যাতে তারা অধ্যবসায় এবং প্রতিশ্রুতির সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে তা নিশ্চিত করার জন্য। বিলম্বের শাস্তি একটি ব্যতিক্রম এবং সরকারী বিভাগগুলির জন্য প্রত্যাশিত সুবিধা হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। আইন সবাইকে একই আলোতে আশ্রয় দেয় এবং কয়েকজনের সুবিধার জন্য ঘুরিয়ে দেওয়া উচিত নয়।

২০. উপরের উদ্ধৃত সিদ্ধান্তসমূহের মাধ্যমে এই আদালত যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে, তা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, সাধারণভাবে,

বিলম্ব ক্ষমাযোগ্য করার বিষয়ে একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা উচিত। বিলম্বের ক্ষমা করার বিষয়টি সরকার বা সরকারী সংস্থাগুলির অবস্থানের উপর নির্ভর করবে না যাতে একটি ভিন্ন মাপকাঠি প্রয়োগ করা যায় তবে চূড়ান্ত বিবেচনা হওয়া উচিত পক্ষগুলিকে সমানভাবে ন্যায়বিচার প্রদান করা। এমনকি এই ক্ষেত্রেও দীর্ঘ বিলম্বের ক্ষমা স্বয়ংক্রিয় হওয়া উচিত নয় কারণ উপার্জিত অধিকার বা বিপরীত পক্ষের প্রতিকূল পরিণতিও পরিপ্রেক্ষিতে রাখতে হবে।সেই প্রেক্ষাপটে বিলম্বের ক্ষমা বিবেচনা করার সময়, নিয়মিত ব্যাখ্যাটি যথেষ্ট হবে না, তবে এটি বিলম্বের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য "পর্যাপ্ত কারণ" নির্দেশ করার প্রকৃতির হওয়া উচিত যা প্রতিটি মামলার পটভূমির উপর নির্ভর করবে এবং বাস্তব পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে আদালত দ্বারা যত্ন সহকারে মূল্যায়ন করতে হবে। কার্টিজি (সুপ্রা)-র ক্ষেত্রে বিলম্বের ক্ষমা সম্পর্কিত পুরো দৃষ্টিভঙ্গিকে ফোকাসে রাখা হয়েছে। তবে, যা উপেক্ষা করা যায় না তা হ 'ল ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ৮০০ শতাংশের ঊর্ধ্বমুখী পুনর্বিবেচনার বিষয়ে যোগ্যতার ভিত্তিতে যে বিবেচনা করা প্রয়োজন ছিল তার বিরুদ্ধে চার দিনের বিলম্বের ক্ষেত্রে বিলম্বের ক্ষমা চাওয়ার আবেদন খারিজ করার পটভূমিতে এটি বিবেচনা করা হয়েছিল।

২১. এর বিপরীতে, এল. পি. এ দায়ের করার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক তথ্যের বিলম্ব ৯১৬ দিন এবং এইভাবে ক্ষমা করার বিষয়টি তখনই বিবেচনা করা যেতে পারে যখন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা থাকে এবং ক্ষমা করা যায় না, কেবল আবেদনকারী একটি সরকারি সংস্থা বলে। উপরে উল্লিখিত পুরো ব্যাখ্যাটি আইনের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও সীমাবদ্ধতার আইন সম্পর্কে উদাসীন নৈমিত্তিক পদ্ধতিকে চিত্রিত করে। এটি ছাড়াও যখন এত দীর্ঘ বিলম্ব হয় এবং কোনও যথাযথ ব্যাখ্যা থাকে না, তখন কোনও পক্ষ আপিল দায়ের করার আগে কীভাবে এগিয়ে গেছে তা লক্ষ্য করার সময় ল্যাচগুলিও কার্যকর হয়। তাত্ক্ষণিক তথ্যের পাশাপাশি তাৎক্ষণিক আপিল খারিজ করার জন্য উত্তরদাতাদের পক্ষ থেকে আপিল দায়ের করতে কেবল বিলম্ব ও বিলম্বই নয়, এটিও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে রিট পিটিশন টি দায়ের করতে বিলম্ব ও বিলম্ব হয়েছিল যা থেকে বর্তমান আপিলটি উত্থাপিত হয়েছিল। সেই দৃষ্টিতে, আমাদের পক্ষে বিষয়টির সেই দিকগুলি সম্পর্কে বিজ্ঞাপন দেওয়া এবং রিট পিটিশন করা বিবেচনার প্রকৃতি লক্ষ্য করা প্রয়োজন হবে যাতে হাইকোর্ট ন্যায়সঙ্গত ছিল কিনা সে সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

২২. ৯১৬ দিনের অস্বাভাবিক বিলম্বের পুরো ব্যাখ্যা দুটি কারণে ছিল, অর্থাৎ, উপাচার্য অবসর গ্রহণের কারণে তার অপ্রাপ্যতা এবং পরবর্তীকালে নতুন উপাচার্য নিয়োগ, পাশাপাশি বিষয়টি নির্বাহী পরিষদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছিল এবং আপিল দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এবং এই প্রক্রিয়াটিই বিলম্বের কারণ হয়েছে।

আপিল দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, এবং এই প্রক্রিয়াটিই বিলম্বের কারণ হয়েছে। উল্লিখিত কারণগুলি খুব বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না কারণ পরিস্থিতি ছিল আপিল প্রতিকার গ্রহণের জন্য এবং মূল কার্যধারার জন্য এই ধরনের আলোচনার প্রয়োজন ছিল না যখন এটি যথাযথ আলোচনার পরে আবেদনকারীর পক্ষে ইতিমধ্যে দায়ের করা কার্যধারার কেবল ধারাবাহিকতা ছিল। উল্লেখযোগ্যভাবে, ভাইস-চ্যান্সেলর যিনি রিট পিটিশন দায়ের করার সময় বিষয়গুলির শীর্ষে ছিলেন, মামলা দায়ের করা হয়েছিল এবং ২৭.০৪.২০১৫-এ নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, প্রায় ছয় মাস ধরে একই অফিসে ২৮.১০.২০১৫ পর্যন্ত উপলব্ধ ছিলেন, যা আপিল দায়ের করার জন্য ৩০ দিনের সীমাবদ্ধ সময়ের তুলনায় দীর্ঘ সময়কাল ছিল। সেই পরিস্থিতিতে যখন রিট পিটিশন টির বিরুদ্ধে মামলা করা উক্ত ভাইস-চ্যান্সেলর উপলব্ধ ছিলেন, তখন বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী বা আপিলকারীর জমা দেওয়া যে অদৃশ্য হাত সম্ভবত আপিলের উত্তেজনা রোধ করেছে তাও গ্রহণ করা যায় না। দ্বিতীয়ত, কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার কারণটিও গ্রহণযোগ্য নয় যখন এটি কেবল আপিল দায়ের করার বিষয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে, রিট পিটিশন দায়ের করার জন্য অনুমোদিত একাডেমিক কাউন্সিল এবং কার্যনির্বাহী কাউন্সিলের রেজোলিউশন নং ৫৬ এবং ১৭৩ উল্লেখ করে একটি হলফনামা দায়ের করা হয়েছিল। যখন রিট পিটিশন টি রিট আবেদনকারীকে দেওয়া অনুমোদন এবং আপিলকারীর অবস্থানের ভিত্তিতে দায়ের করা হয়েছিল এবং রিট পিটিশন ে ব্যর্থ হয়েছিল, তখন এটি গ্রহণ করা যায় না যে আপিলকারী সমস্ত উপায়ে আপিল দায়ের করতে অক্ষম ছিলেন, তাও যখন একই ভাইস-চ্যান্সেলর রিট পিটিশন খারিজ হওয়ার পরে ছয় মাসের জন্য উপলব্ধ ছিলেন তাই আমাদের মতে তিনি যে কারণগুলি তুলে ধরেছেন তা যথেষ্ট কারণ গঠন করতে পারে না।

২৩. এল. পি. এ-র ডিভিশন বেঞ্চ ঠিক যেমন লক্ষ্য করেছে, কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন '২৮.০২.২০১৭'/'০৭.০৩.২০১৭'-এ প্রাপ্ত হয়েছিল, তা ছাড়া শেষ পর্যন্ত উক্ত তারিখ থেকে এক বছর পরে '০১.০৩.২০১৮'-তে আবেদনটি দায়ের করা হয়েছিল, যা কেবল সেই নৈমিত্তিক পদ্ধতির ইঙ্গিত দেয় যা এখন প্রতিটি পর্যায়ে বিলম্বের কোনও ব্যাখ্যা না থাকা সত্ত্বেও জনস্বার্থের আবেদনের মাধ্যমে অতিক্রম করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটা সত্য যে, এম. এস. টি. কাটিজি (উপরে)-র ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে প্রতিটি দিনের বিলম্বকে এত নির্ভুলতার সাথে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই তবে সত্যটি রয়ে গেছে যে একটি যুক্তিসঙ্গত এবং গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা খুব বেশি প্রয়োজনীয়। তিনি ডিভিশন বেঞ্চ এই দিকগুলি লক্ষ্য করার পাশাপাশি এও উল্লেখ করেছিলেন যে বিজ্ঞ একক বিচারকও রিট পিটিশন টিকে বিলম্ব এবং লাচের দ্বারা আঘাত করেছেন।

২৪. এমন প্রেক্ষাপটে, ২৭.০৪.২০১৫ তারিখে স্নাতক বিচারকের পাস করা আদেশের পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, স্নাতক বিচারক তার পূর্বের পর্যবেক্ষণের রেফারেন্সে আদেশের অনুচ্ছেদ ৬৫-এ স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে,

আর্জি টি ল্যাচেস দ্বারা প্রভাবিত এবং এটি ৭-৮ বছর বিলম্বে দায়ের করা হয়েছে। এই সুনির্দিষ্ট উপসংহারে পৌঁছেছে যে আর্জিটি লাচে ভুগছে এবং ৭-৮ বছর বিলম্বিত হয়ে দায়ের করা হয়েছে। আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী পণ্ডিত একক বিচারকের এই সিদ্ধান্তটি বাতিল করার সময় যুক্তি দিয়েছিলেন যে ১৩ নং উত্তরদাতা নিজেরাই সীমাবদ্ধ এফএআর দ্বারা ক্ষুব্ধ হয়ে একটি রিট পিটিশন দায়ের করেছিলেন এবং উক্ত রিট পিটিশন টি কেবল ১৮.০৫.২০১১-এ নিষ্পত্তি করা হয়েছিল এবং এর পরেই এখানে আপিলকারীর রিট পিটিশন দায়ের করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পুরো ক্রমটি লক্ষ্য করা গেলে উক্ত যুক্তিটিও গ্রহণযোগ্য নয়।

২৫. এ বিষয়ে কোনও বিতর্ক থাকতে পারে না যে, প্রতিপক্ষ নম্বর ১৩, ডিডিএ-এর সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়ে, ১৯.০৮.২০০৯ তারিখের চিঠির বিরুদ্ধে একটি আর্জি দায়ের করেছিল যা ডবলু পি নং ৩১৩৫/২০১০ ছিল এবং সেটি ১৮.০৫.২০১১ তারিখে নিষ্পত্তি হয়েছিল, কিন্তু আপিলকারী একই বিষয়ে ল্যাচেস ব্যাখ্যা করতে এটি আশ্রয় নিতে পারে না। এর কারণ হলো, ঐ উন্নয়ন ঘটার আগে অনেক সময় অতিবাহিত হয়েছে এবং এসব ঘটনা আপিলকারীকে বিরোধিতা করার জন্য পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করা উচিত ছিল, বিশেষত যখন একই বিষয় সম্পর্কিত অন্যান্য মামলা ছিল, যেমন স্নাতক বিচারকের আদেশে লক্ষ্য করা হয়েছে। বর্তমান মামলায়, জমিটি ২০০৫ সালে আবাসিক ব্যবহারের জন্য রূপান্তরিত হয় এবং প্রতিপক্ষ নম্বর ১১ – ডিএমআরসি দরপত্র আহ্বান করেছিল এবং ২৮.০৭.২০০৮ তারিখে পাবলিক নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা আপিলকারীকে প্রথমবারের মতো জাগিয়ে তোলা উচিত ছিল, যেহেতু জমির আবাসিক উন্নয়নে রূপান্তরের বিষয়টি জনসাধারণের কাছে জানাই ছিল, এমনকি যদি ধরে নেওয়া হয় যে ডিএমআরসি কর্তৃক অনুমোদন প্রক্রিয়া ইত্যাদি আপিলকারীকে জানানো হয়নি। আসলে, স্নাতক বিচারক, যিনি এখানে আপিলকারীর বিরোধিতা বিষয়টি লক্ষ্য করেছেন, একটি পূর্ববর্তী আর্জি ডবলু পি (সি) নং ৮৬৭৫/২০১১-এর উল্লেখ করেছেন, যা মেট্রো যাত্রী সমিতি কর্তৃক দায়ের করা হয়েছিল, যেখানে আবাসিক উন্নয়নও একটি ইস্যু ছিল এবং সেটি ১৪.০২.২০১১ তারিখে খারিজ করা হয়েছিল। তেমনি, আরেকটি আর্জি ডবলু পি (সি) নং ৬৬২৪-৬৬২৫/২০১২, যদিও অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছিল, সেটিও খারিজ করা হয়েছিল। এর পর, আপিলকারীর আর্জি ২০১২ সালে দায়ের করা হয়েছিল যা ২৭.০৪.২০১৫ তারিখে নিষ্পত্তি হয়েছে। যদিও পিটিশনটি বিলম্বে দায়ের করা হয়েছিল, যেসব কার্যক্রম ২০০৫ সালে শুরু হয়েছিল এবং যদিও আর্জি টি নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন পাওয়ার পর দায়ের করা হয়েছিল, তবুও ৯১৬ দিন পর আর্জির নিষ্পত্তির পর কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমন পরিস্থিতিতে, বিলম্ব এবং ল্যাচেসের যৌথ প্রভাব উপেক্ষা করা যায় না। স্নাতক আদালতের সিনিয়র আইনজীবী দ্বারা উল্লিখিত পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তগুলো এখানে প্রযোজ্য হতে পারে না, কারণ এখানে আলোচ্য বিষয় শুধু কয়েক দিনের বিলম্বের ব্যাখ্যা নয়, বরং বিষয়টি নানা পর্যায়ে পূর্ববর্তী মামলায় পর্যালোচিত হয়েছে এবং যদি আপিলকারী প্রতিপক্ষের কার্যক্রম বিরোধিতা করতে চাইত, তবে তারা আদালতের সামনে বিষয়টি আরো মনোযোগ সহকারে পরিচালনা করা উচিত ছিল।

২৭. ২০০৫ সালে শুরু হওয়া কিছু পদক্ষেপের বিষয়ে রিট পিটিশন বিলম্বিতভাবে দায়ের করা সত্ত্বেও এবং কার্যনির্বাহী পরিষদের অনুমোদন পাওয়ার পরে রিট পিটিশন দায়ের করা হলেও, রিট পিটিশন নিষ্পত্তির পরে ৯১৬ দিনের জন্য রিট আপিল দায়ের করার কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে,

বিলম্ব এবং বাধাগুলির ক্রমবর্ধমান প্রভাব উপেক্ষা করা যায় না। আপিলকারীর পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী দ্বারা উল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলি সুপ্রা উল্লেখ করেছেন, তাই বর্তমান তথ্য এবং পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যাবে না কারণ এখানে বিবেচনাটি কেবল আপিল দায়ের করতে কয়েক দিনের বিলম্বের ব্যাখ্যা ছিল না। যদিও যুক্তি দেওয়া হয় যে জনস্বার্থ জড়িত থাকার কারণে বিলম্বকে ক্ষমা করা প্রয়োজন, তবে এইভাবে সংঘটিত কার্যধারার প্রকৃতি ইঙ্গিত দেয় যে বিষয়টি পূর্ববর্তী মামলা মোকদ্দমার বিভিন্ন পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আপিলকারী যে ভিত্তিতে উত্তরদাতাদের পদক্ষেপের উপর জোর দিচ্ছিলেন তা যদি যোগ্যতার ভিত্তিতে পরীক্ষা করা হয়, তবে আদালতের সামনে বিষয়টি বিচারের ক্ষেত্রে তাদের আরও অধ্যবসায়ী হওয়া উচিত ছিল।

২৮. বিলম্ব এবং ল্যাচেসের বিষয়ে, ভালভাবে গৃহীত অবস্থান হল যে, প্রতিপক্ষের অধিকার সহজভাবে উপেক্ষা করা যায় না। এ ক্ষেত্রে, স্নাতক আদালতের সিনিয়র আইনজীবী কর্তৃক উল্লিখিত যে প্রতিপক্ষ নম্বর ১৩-র প্রতি যে কঠিন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, তা লক্ষ্য করার পরিবর্তে, যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল প্রতিপক্ষ নম্বর ১১-ডিএমআরসি কীভাবে বিষয়টি পরিচালনা করেছে। প্রতিপক্ষ নম্বর ১১- ডিএমআরসি সাধারণ জনগণের পরিবহন সেবা প্রদান করতে নিয়োজিত এবং এই উদ্দেশ্যে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সম্পত্তি উন্নয়নের মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টির অনুমোদন দিয়েছে, এবং সে অনুযায়ী পূর্বে উল্লিখিত উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর পরবর্তী সময়ে, প্রতিপক্ষ নম্বর ১১- ডিএমআরসি ২০০৮ সালে প্রতিপক্ষ নম্বর ১৩ থেকে ২১৮.২০ কোটি টাকা প্রাপ্ত হয়েছে। উল্লিখিত পরিমাণটি তাদের প্রকল্পগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে, যা মেট্রো রেল পরিষেবা সরবরাহ করছে সাধারণ জনগণের জন্য। এমন পরিস্থিতিতে, যদি এই পর্যায়ে অস্বাভাবিক বিলম্ব ক্ষমাযোগ্য করা হয় এবং আপিলকারী যে অলসভাবে বিষয়টি পরিচালনা করেছে তা উপেক্ষা করা হয়, তবে তা জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী হবে।

২৯. অতএব, বিষয়টির সমস্ত দিক বিবেচনায় রেখে, আমরা মতামত প্রকাশ করছি যে, স্নাতক বিচারক শুধুমাত্র এটি ধরেছিলেন যে, পিটিশনটি বিলম্ব এবং ল্যাচেস দ্বারা প্রভাবিত, সেটি সঠিক ছিল না, বরং ৯১৬ দিনের বিলম্বের ভিত্তিতে এলপিএ খারিজ করার ক্ষেত্রে ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তও সঠিক ছিল এবং আদেশগুলিতে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই।

৩০. অতএব, আপিলগুলি merits-এ অভাব থাকার কারণে খারিজ করা হলো এবং কোনো খরচ আদেশ করা হলো না। সব মুলতবি আবেদন নিষ্পত্তি করা হলো।

কল্পনা কে ত্রিপাটী আপিল খারিজ হয়েছে

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen